বিস্ময়কর কোরআন

www.signofquran.com

সূরা ফাতিহা গাণিতিক অলৌকিকতা

১)

- সূরা ফাতিহায় আয়াত সংখ্যা = ৭, এটি প্রাইম সংখ্যা
- সূরা ফাতিহায় শব্দ সংখ্যা =২৯, এটিও প্রাইম সংখ্যা
- সূরা ফাতিহায় অক্ষরের সংখ্যা = ১৩৯, এটিও প্রাইম সংখ্যা

২) আবার,

- (৭)= ৭, এটি প্রাইম সংখ্যা,
- (২ + ৯) = ১১, এটিও প্রাইম সংখ্যা
- (১ + ৩ + ৯) = ১৩, এটিও প্রাইম সংখ্যা ।
- এবার সব ফলাফলের যোগ (৭ + ১১ + ১৩) = ৩১, এটিও প্রাইম সংখ্যা ।

৩) সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হল,

- (৭, ২৯, ১৩৯) সংখ্যা গূলোকে বাম দিক থেকে লিখলে- ৭ ২৯ ১৩৯, এটি প্রাইম সংখ্যা ।
- (৭, ২৯, ১৩৯) সংখ্যা গূলোকে ডান দিক থেকে লিখলে- ১৩৯ ২৯ ৭ , এটিও প্রাইম সংখ্যা ।

৪) সূরা ফাতিহা-এর আয়াতগুলোর ক্রমিক নং গুলোর যোগফল
১+২+৩+৪+৫+৬+৭=২৮।

- ২৮ হলো আরবি বর্ণমালার সংখ্যা।

৫) সূরা ফাতিহা -তে ব্যবহৃত মোট আরবি অক্ষর ২১টি । অর্থাৎ ২১ টি বর্ণ দিয়ে সূরা আল ফাতিহা রচিত হয়েছে ।
সুতরাং অব্যবহৃত অক্ষর সংখ্যা (২৮-২১)= ৭।

ছক- সূরা ফাতিহায় অব্যবহৃত অক্ষর

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ث	ج	خ	ذ	ش	ط	ف

- ৭ হলো সূরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা।

৬) ছক-আরবি বর্ণমালা

ক্রম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
অক্ষর	ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص

ক্রম	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
অক্ষর	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ك	ل	م	ن	و	ه	ي

ছক- সূরা ফাতিহায় অব্যবহৃত অক্ষররের ক্রমিক নং আরবি বর্ণমালা অনুসারে

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ث	ج	خ	ذ	ش	ط	ف
৪	**৫**	**৭**	**৯**	**১৩**	**১৬**	**২০**

যোগফল **৪+৫+৭+৯+১৩+১৬+২০= ৭৪ =৭ x ৪=২৮**

- ২৮ হলো আরবি বর্ণমালার সংখ্যা।
- ৭৪ সংখ্যাটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা; আমরা জানি পবিত্র কোরআনের অলৌকিতার কোড সংখ্যা ১৯ , কোরআনের ৭৪ নং সূরার ৩০ নং আয়াতে লুকিয়ে আছে ; আর এই গুরুত্বপূর্ণ কোড সংখ্যাটি আবিস্কৃত হয় ১৯৭৪ সালে।

ছক-আরবি বর্ণমালার গাণিতিক মান

ক্রম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
অক্ষর	ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ي	ك	ل	م	ن
গাণিতিক মান	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	২০	৩০	৪০	৫০
ক্রম	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
অক্ষর	س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
গাণিতিক মান	৬০	৭০	৮০	৯০	১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭০০	৮০০	৯০০	১০০০

ছক- সূরা ফাতিহায় অব্যবহৃত অক্ষররের গাণিতিক মান অনুসারে অবস্থান

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অক্ষর	ث	ج	خ	ذ	ش	ط	ف
গাণিতিক মান অনুসারে অবস্থান	**২৩**	**৩**	**২৪**	**২৫**	**২১**	**৯**	**১৭**

যোগফল **২৩+৩+২৪+২৫+২১+৯+১৭= ১২২** ।

প্রাপ্ত যোগফল দু'টিকে যোগ করলে **৭৪ + ১২২** = **১৯৬** =**৭** x**২৮** কি বিস্ময়কর সমন্বয়!

- ৭ হলো এই সূরায় অব্যবহৃত অক্ষর সংখ্যা।
- ৭ হলো এই সূরার মোট আয়াত সংখ্যা।
- ২৮ হলো আরবি বর্ণমালার মোট অক্ষর সংখ্যা।
- ১৯৬ সংখ্যাটিও আরেক বিষ্ময়কর উপস্থাপন, ১ হল পবিত্র কোরআনের অবতীর্ণ প্রথম আয়াত, এই আয়াতটি স্থান পেয়েছে ৯৬ নং সূরার(আলাক) ১ নং অবস্থানে।
- ১৯৬ সংখ্যাটিকে আমরা যদি দুইটি সিলেবলে ভাগ করি এবং তাদের গুণফল নেই তবে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তা পবিত্র কোরআনের মোট সূরা সংখ্যা,

১৯৬=১৯ ৬; **১৯** x ৬ = **১১৪**; কোরআনের অলৌকিকতার কোড ১৯ এবং কোরআনের মোট সূরা সংখ্যা ১১৪ ।

৭) উপরের প্রাপ্ত **১২২** ও **৭৪** কে পাশাপাশি বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়-

১২২৭৪ = **১৯ x ১৯ x ৩৪**; কোরআনের অলৌকিকতার কোড ১৯ দিয়ে দুইবার বিভাজ্য।

৮) ছক- সূরা ফাতিহায় অব্যবহৃত অক্ষররের গাণিতিক মান অুনসারে অবস্থান

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অক্ষর	ث	ج	خ	ذ	ش	ط	ف
গাণিতিক মান	**২৩**	**৩**	**২৪**	**২৫**	**২১**	**৯**	**১৭**
গাণিতিক মান অুনসারে অবস্থান	৫	১	৬	৭	৪	২	৩

*ج এর অবস্থান ১ হবার কারণ এর মান সবচেয়ে কম, তারপর ط এর অবস্থান ২।

গাণিতিক মান অুনসারে অব্যবহৃত অক্ষররের অবস্থান-
৩ ৯ ১৭ ২১ ২৩ ২৪ ২৫

ছক- সূরা ফাতিহায় অব্যবহৃত অক্ষররের বর্ণমালা অুনসারে অবস্থান

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অক্ষর	ث	ج	خ	ذ	ش	ط	ف
বর্ণমালা অুনসারে অবস্থান	**৪**	**৫**	**৭**	**৯**	**২৩**	**১৬**	**২০**

বর্ণমালা অনুসারে অব্যবহৃত অক্ষররের অবস্থান-**৪ ৫ ৭ ৯ ২৩ ১৬ ২০**

প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোকে বসালে যে দানবীয় সংখ্যা তৈরী হয়-
৩ ৯ ১৭ ২১ ২৩ ২৪ ২৫ ৪ ৫ ৭ ৯ ২৩ ১৬ ২০
= **১৯** x ২০৬১৬৯০৬৯৬৯৭৬০৯৪২৭৯৮০

- কোরআনের অলৌকিকতার কোড ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

৯) সূরা ফাতিহার ১ম আয়াত “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” গাণিতিক মান ৭৮৬।

এই সংখ্যাটির অঙ্কগুলো যোগ করলে দাঁড়ায় ৭+৮+৬=২১।

- ২১ হলো সূরা ফাতিহায় ব্যবহৃত মোট অক্ষর সংখ্যা।

ছক- সূরা ফাতিহায় অব্যবহৃত অক্ষররের গাণিতিক মান

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অক্ষর	ث	ج	خ	ذ	ش	ط	ف
গাণিতিক মান	**৫০০**	**৩**	**৬০০**	**৭০০**	**৩০০**	**৯**	**৮০**

যোগফল **৫০০+৩+৬০০+৭০০+৩০০+৯+৮০** = **২১৯২**

এবার এই যোগফল থেকে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" সংখ্যামান বিয়োগ করি, **২১৯২**-৭৮৬ = **১৪০৬** ; ১৪০৬ = **১৯ x ৭৪**

- কোরআনের অলৌকিকতার কোড ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।
- ১৯৭৪ সালে প্রথম ১৯ কোড সংখ্যাটি আবিস্কৃত হয় আর তখন আরবী সাল ছিল ১৩৯৩; আমরা আরও জানি হিজরী বা আরবী সাল গণনা শুরু হয় নবীজির মদিণায় হিজরত করার সময় থেকে; হেরার গুহায় প্রথম কোরআন

নাযিল হওয়া শুরু হয় হিজরী সাল গণনা শুরুর ১৩ বছর আগে ; এবার হিজরী সালের সাথে এই ১৩ বছর যোগ করলে যোগফলটি হয় ১৩৯৩+১৩ = ১৪০৬ অর্থাৎ পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়া শুরু থেকে ১৪০৬ বছর পরে ১৯৭৪ ইরেজী সালে ১৯ কোড আবিস্কৃত হয়।

১০) অব্যবহৃত অক্ষরগুলোর সংখ্যামানের সাথে বর্ণমালার মোট অক্ষর সংখ্যা যোগ করলে সংখ্যা দাঁড়ায়, **২১৯২** +২৮ = ২২২০ = **৭৪ x ৩০**

যেখানে ১৯ কোরআনের অলৌকিকতার কোডের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে তার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছে ; অর্থাৎ ৭৪ নং সূরার ৩০ নং আয়াত!

৭৪:৩০ "ইহার উপর ১৯।"